সিডনীতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে দাবিতে মানব-বন্ধন

লরেন্স ব্যারেল

বাংলাদেশ স্বাধীনতার জলে স্নান করেছে চল্লিশ বছরেরও অধিক সময় পূর্বে। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এত দীর্ঘ সময়েও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন হয়নি। যারা দেশের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে আমাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চেয়েছিলো; নৃশংস গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও ধর্ষণের মতো বর্বরতা দিয়ে। আজও তারা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ায় বাংলার অলি গলি রাজপথে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত লাল সবুজ বাংলাদেশের আলো বাতাস আজও শ্বাপদ মুক্ত নয়। প্রিয়জন-হারা সহ গোটা বাংলাদেশের আপামর জনগণ গণহত্যাকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে আজ সোচ্চার। এতদিন পরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য শুরু হলেও সে প্রক্রিয়া ভীষণ ধীর। প্রশান্ত পাড়ের দেশপ্রেমী বাঙালী সমাজ আজ বাইশে এপ্রিল বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য ত্বরান্বিত করার তাগিদে সিডনীর প্রাণকেন্দ্র টাউন হল চত্বরে এক মানব-বন্ধন কর্মসূচী গ্রহণ করে প্রিয় দেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের নব ইতিহাস রচনা করেন। যুবলীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার আয়োজনে এ মানব-বন্ধন প্রক্রিয়া চলাকালে বিশাল ব্যানার আর পোস্টারের উপস্থিতি বিদেশীদের দৃষ্টি কেড়েছে সহজেই।

এছাড়া চলমান পথচারীদের মাঝেও বিতরণ করা হয় অসংখ্য লিফলেট। সিডনীর সুধী সমাজসহ সকল স্তরের জনগণ সক্রিয়ভাবে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ও বিচার বিভাগের কাছে আবেদন করেন যেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য আরো দ্রুত সম্পন্ন করা হয়। এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হয়। যুবলীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার আহবানে সাড়া দিয়ে টাউন হল চত্বরে উপস্থিত হন কলামিস্ট অজয় দাস গুপ্ত, কলামিস্ট ও নাট্যকার আকিদুল ইসলাম, লেখক শাখাওয়াৎ নয়ন, ড: নুর-উর-রহমান খোকন, ড: লাভলী রহমান, কবি হোসেন মোফাজ্জল, কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মী লরেন্স ব্যারেল, নেয়ামুল বারী নেহাল, কামরুল আহসান খান, আখতারুজ্জামান, যুবলীগ সভাপতি মোস্তাক মিরাজ, সা: সম্পাদক নোমান শামীম, মফিজুল হক, হারুন রশীদ আজাদ, ইরতাজা শিমুল, আরাফাত প্রিন্স, মেহেদী হাসান শাহিন, নূর হোসেন সেলিম সহ যুবলীগের আরো অনেক কর্মী নেতারা। পরিশেষে ড: লাভলী রহমান তার বক্তব্যে বলেন আজকের এ মানব-বন্ধন দেশবাসীর সাথে আমাদের একাত্মতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা আশা করি সরকার আমাদের বিশ্ববাসীর এ দাবী পূরণ করবেন।